প্রধান শব্দাবলীঃ
পরীক্ষা
কষ্ট পাওয়া
আশীর্বাদ
কৃতজ্ঞ

Islamic Religious Council of Singapore

Aidilfitri Sermon

21 March 2026 / 1 Syawal 1447H

Worldly Life: A Test for Mankind

পৃথিবীর জীবনঃ মানবজাতির জন্য একটি পরীক্ষা

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا سَبَّحَهُ الْمُسَبِّحُونَ، اللهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا حَمِدَهُ الْحَامِدُونَ، اللهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا وَحَّدَهُ الْمُوَحِّدُونَ، وَكَبَّرَهُ الْمُكَبِّرُونَ، وَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ الْقَائِمُونَ، وَرَكَعَ لِعَظَمَتِهِ الرَّاكِعُونَ، وَسَجَدَ لِجَلَالِهِ السَّاجِدُونَ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِصِيَامِ أَفْضَلِ شَهْرٍ، وَقَدَّرَ لَنَا الِالْتِقَاءَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَيُحِيطُنَا بِمَوَدَّتِهِ فِي يَوْمِ عِيدِ الفِطْرِ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الرَّؤُوفُ الْمَنَّانُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الشَّكُورُ الْحَنَّانُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ،

وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ، وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনাদের সবার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

আজকের এই **বরকতময়** সকালে আমরা একত্রিত হয়েছি আল্লাহর প্রতি আমাদের তাকওয়া দৃঢ় করার সাফল্য উদযাপন করতে - যে সাফল্য আমরা অর্জন করেছি পবিত্র রমজান মাসের প্রতিটি দিন ইবাদত করার মাধ্যমে। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি **কৃতজ্ঞ**, যিনি আমাদেরকে অসংখ্য **নিয়ামত** দান করেছেন - বিশেষ করে ঈমানের **নিয়ামত**, যা রমজান মাসে তাঁর রহমত ও ভালোবাসার মাধ্যমে আবারও সতেজ হয়ে উঠেছিল।

আলহামদুলিল্লাহ! এই এক মাস আমাদের মসজিদগুলো প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল এবং সব শ্রেণী-পেশার মানুষের সমাগমে পরিপূর্ণ হয়েছিল - যখন ছোট-বড়, নারী-পুরুষ -অনেকেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমত লাভের জন্য চেষ্টা করেছেন। আমাদের গণমাধ্যমগুলো ধর্মীয় বিষয়বস্তুতে সমৃদ্ধ হয়েছে। কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক আবারও ঘনিষ্ঠ হয়েছে, আর কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আমাদের হৃদয় ও অনুভূতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।

আমরা একে অপরের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছি - একসঙ্গে ইফতারের খাবার প্রস্তুত করে ও তা ভাগাভাগি করে, অভাবগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়ে, এবং দান-সদকা করা বাড়িয়ে দিয়ে। আমরা এই সব কর্মকাণ্ডে আমাদের তরুণদের উৎসাহ প্রত্যক্ষ করেছি - যাতে আমরা আশাবাদী হচ্ছি

এই ভেবে যে আমাদের সমাজে ঈমানের চেতনা অব্যাহতভাবে বিকশিত হচ্ছে। আল্লাহর ইচ্ছায়, এই চেতনা যেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে অটুট থাকে।

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ.

আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত সুধী,

রমজান মাসের সমস্ত ইবাদত সম্পাদন করতে আমরা যে সাফল্য অর্জন করেছি তা শুধুমাত্র আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টার জন্য হয়নি। বরং এটি হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমত ও ভালোবাসার ফল যা তিনি তাঁর সকল বান্দার উপর বর্ষণ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি যে, কারও আমলের কারণে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ রহমতের দ্বারাই তা সম্ভব? (ইমাম বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত হাদিস)

অতএব, আসুন আমরা এই বরকতময় সকালে আল্লাহর রহমত ও ভালোবাসার নিদর্শনগুলো নিয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা করি। আল্লাহ আমাদেরকে যে সব নিয়ামত দান করেছেন—এমনকি আমরা না চাইলেও দিয়েছেন – আসুন সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে ভাবি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে ঈমান ও ইসলাম ধর্ম দান করেছেন, যা আমাদের জন্য বড় নিয়ামত। তিনি আমাদেরকে শক্তি-সামর্থ্য, সময়, রিজিক এবং আরও অসংখ্য নিয়ামত প্রদান করেছেন। তিনি আমাদেরকে শান্তি ও কল্যাণ দান করেছেন, যাতে আমরা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে আমাদের দ্বীন পালন করতে পারি।

এসবই আল্লাহর রহমত ও ভালোবাসার প্রমাণ। তিনি আমাদের উপর অগণিত নিয়ামত বর্ষণ করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কীভাবে এসব নিয়ামতের প্রতি প্রকৃত তাকওয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি?

উপস্থিত প্রিয় সুধী,

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের জীবনে যা কিছু নির্ধারণ করেছেন— যেমন আমাদের আয়ু, আমাদের রিজিক, আমাদের ঈমান — সবই আমাদের জন্য একদিকে যেমন পরীক্ষা, অন্যদিকে তেমনি একটি দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন, এবং আমাদের সমগ্র জীবনই একটি পরীক্ষা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আল-মুলক-এর ২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে বলেছেন:

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ
وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۝٢

যার অর্থঃ *"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে **পরীক্ষা** করার জন্য - কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল"*।

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ.

আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত ভাই ও বোনেরা,

এই সকালে, খুতবার মাধ্যমে জীবনের **পরীক্ষা** সম্পর্কে দুইটি শিক্ষণীয় বিষয়ের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করব, যাতে আমরা সেগুলো বুঝতে পারি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবনের পরীক্ষা মোকাবিলা করতে পারি।

প্রথমতঃ প্রতিটি মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরীক্ষিত হয়

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, সাম্প্রতিক সময়ে আমরা নিশ্চয়ই দেখেছি যে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম সমাজে এমন মানুষও আছেন, যারা ভীতিময় ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে রমজান পালন করছেন। যা সাধারণত আনন্দ ও শান্তির সময়, তা তাঁদের জন্য বিষণ্নতা ও একাকীত্বের সময়ে পরিণত হয়েছে।

তাদেরকে যে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে, তার জন্য আমরা অবশ্যই তাঁদের প্রতি গভীর সহমর্মিতা প্রকাশ করি। আমরা দোয়া করি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন নিরপরাধদের হেফাজত করেন এবং শান্তি ফিরিয়ে দেন। আমরা আল্লাহর রায়ের প্রতি আমাদের বিশ্বাসে অটল থাকি, যে প্রতিটি ঘটনার পেছনেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রজ্ঞা রয়েছে।

তবে দুঃখ-কষ্ট বা কঠিন সময় যেমন একটি পরীক্ষা, তেমনি নিয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্যও একটি পরীক্ষা। হ্যাঁ, কিছু মানুষ কষ্ট ও বঞ্চনার মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়। আমরা সেই ধরনের কষ্টের সম্মুখীন হইনি বলে এমনটি মনে করা উচিত নয় যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে **পরীক্ষা** করছেন না। বরং এর বিপরীতে, যখন আমরা স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের মধ্যে জীবনযাপন করি, তখন আমরা যে **নিয়ামতগুলি** উপভোগ করি তার প্রতিটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে এক একটি **পরীক্ষা।**

আমরা যেন এই ভেবে প্রতারিত না হই যে, আমাদের প্রাপ্ত **নিয়ামত** ও স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে আমাদের মর্যাদার প্রমাণ। কোনো ব্যক্তির মর্যাদা জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বা কষ্ট দিয়ে নির্ধারিত হয় না; বরং তার অন্তরে থাকা তাকওয়া বা পরহেজগারির মাত্রাই মর্যাদার আসল মাপকাঠি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আল-হুজুরাত-এর ১৩ নম্বর আয়াতে বলেন:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

যার অর্থঃ *"নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক পরহেযগার"*।

ভাই ও বোনেরা, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এমন একটি সম্প্রদায়, যাদের ওপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অসংখ্য **নিয়ামত** দান করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যখন মানুষ **কষ্ট** ও দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা শান্তি ও কল্যাণের ছায়াতলে বসবাস করছি। আমরা এখনো অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ভোগ করছি। আমাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত রিজিক ও অন্যান্য সামগ্রী রয়েছে। আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারি এবং পরিকল্পনা করতে পারে। শিক্ষার মান ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে, এবং ধর্ম পালন করার সময় নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের মনে কোন ভয় নেই। এসবই আমাদের জন্য মহান নিয়ামত, এবং একই সাথে আমাদের জন্য পরীক্ষা—যার জন্য আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

কখনও কখনও কষ্টই শুধু ঈমানকে দুর্বল করে না; বরং স্বাচ্ছন্দ্যও সহজে আমাদের মনোযোগ বিচ্যুত করে। শুধু অভাব-অনটনই আমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় না; বরং তৃপ্তির অনুভূতিও আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণ হতে পারে।

অতএব, আসুন আমরা চিন্তা করি: আল্লাহ আমাদের যে এত **নিয়ামত** দিয়েছেন, সেগুলো নিয়ে আমাদের করণীয় কী? কীভাবে আমরা তাকওয়া ও **কৃতজ্ঞতা** প্রকাশ করতে পারি, এবং একই সঙ্গে আল্লাহ আমাদের যে আমানত দিয়েছেন, তার হক আদায় করতে পারি? বিশেষ করে রমজানের শিক্ষা লাভের পর, আমাদের উচিত আত্মসমালোচনা চালিয়ে যাওয়া এবং নিজেকে প্রশ্ন করা: রমজানে আমরা যে উত্তম মূল্যবোধগুলো গ্রহণ করেছি, সেগুলোর কোনগুলো আমাদের

অব্যাহত রাখা উচিত যাতে আল্লাহর দেওয়া **নিয়ামত** ও **পরীক্ষাকে** যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারব?

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ.

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

এবার দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক, যেটি হল: **পরীক্ষার মুখোমুখি হলে আমাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হয় তার উপরেই আমাদের সফলতা নির্ভর করে**।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "*একজন মুমিনের অবস্থা কতই না আশ্চর্যজনক! প্রতিটি বিষয়ই তার জন্য কল্যাণকর। যদি তার কাছে কোনো ভালো কিছু আসে, সে* ***কৃতজ্ঞতা*** *প্রকাশ করে—এবং তা তার জন্য কল্যাণকর। আর যখন সে বিপদে পড়ে, সে ধৈর্য ধারণ করে—এবং সেটিও তার জন্য কল্যাণকর*।" (মুসলিম বর্ণিত হাদীস)

এই হাদিসটি গুরুত্ব আরোপ করেছে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া একজন মুমিনের প্রতিক্রিয়ার উপর - তা সেটা সুসংবাদ ও নিয়ামত প্রাপ্তির সময় হোক, অথবা বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত হওয়ার সময়ই হোক।

একজন মুমিন কোন **পরীক্ষার** সম্মুখীন হলে হাল ছেড়ে দেন না, নিরাশ হন না, বা অতিরিক্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেন না। তিনি অন্য সকলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বজায় রাখেন, পরিস্থিতি উন্নত করার চেষ্টা করেন, এবং ইহসান অর্থাৎ কল্যাণ ছড়িয়ে দিতে থাকেন। তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখেন, তাঁর সাহায্য কামনা করেন, এবং ভবিষ্যতের জন্য চেষ্টা ও প্রস্তুতি চালিয়ে যান।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সুরাহ আল-বাকারার ১৫৫ নম্বর আয়াতে বলেনঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾

যার অর্থঃ *"আর আমরা নিশ্চয়ই তোমাদিগকে **পরীক্ষা** করব কিছু ভয় আর ক্ষুধা দিয়ে, এবং সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতি ক'রে। আর সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের"*।

এই আয়াতটির মূল বক্তব্য হল, পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এমন মুমিনের জন্য বাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়া হলো ধৈর্য ধারণ করা। একজন মুমিন তাঁর উপর নেমে আসা **পরীক্ষাকে** কখনও ব্যর্থতা হিসেবে দেখেন না। বরং এটিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছ থেকে সওয়াব অর্জনের সুযোগ হিসেবে দেখেন। চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলে আমাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হয় তার ওপর সব কিছু নির্ভর করে। সেই প্রতিক্রিয়াই পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া একজন মুমিনের প্রকৃত সাফল্য নির্ধারণ করে থাকে।

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ.

প্রিয় সুধী,

বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী আমাদের কিছু ভাই-বোনের তুলনায় তুলনামূলকভাবে ভালো পরিস্থিতিতে বসবাসকারী মুসলিম হিসেবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিয়ামতসমূহ কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা আমাদের দায়িত্ব। উলামাগণ ব্যাখ্যা করেন যে, **নিয়ামতের** প্রতি **কৃতজ্ঞতা** শুধু মুখের কথায় সীমাবদ্ধ নয়। নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাটি বিবেচনা করুন:

প্রথমত, **কৃতজ্ঞতা** প্রকাশের জন্য আমাদের হৃদয় এমন হতে হবে যা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে প্রতিটি রিজিক ও **নিয়ামত** আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি এবং তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য প্রার্থনা করি।

দ্বিতীয়ত, **কৃতজ্ঞতা** জিহ্বার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার মাধ্যমে আমরা রিজিক দানকারী আল্লাহকে স্বীকার করি এবং সেই সঙ্গে আমাদের রিজিকে তাঁর **বরকত** কামনা করি।

তৃতীয়ত, **কৃতজ্ঞতা** আমাদের কাজের মাধ্যমে প্রতিফলিত হতে হবে। আমরা আল্লাহর কাছ থেকে যে নিয়ামতগুলি পাই, তার প্রত্যেকটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আমানত। আমাদের কাছে থাকা প্রতিটি **নিয়ামতের** জন্য আমরা জবাবদিহিতার সম্মুখীন হব। নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে, আল্লাহ আমাদের যে নিরাপত্তা, কল্যাণ, স্বাধীনতা, শিক্ষা, রিজিক ও আয় দিয়েছেন—সেগুলো আমরা কীভাবে ব্যবহার করছি?

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

এই মিম্বর থেকে আবারও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমরা যেন আমাদের সৎকর্ম অব্যাহত রাখি এবং রহমাহ বা দয়া ও ইহসান বা সহানুভূতির মতো মহৎ গুণাবলি রমজানের পরেও ধরে রাখি — সেটাই হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি আমাদের **কৃতজ্ঞতার** নিদর্শন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা সাবা-এর **১৩** নম্বর আয়াতে বলেন:

ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكۡرٗاۚ وَقَلِيلٞ

যার অর্থঃ "*হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা ভাল কাজ করে যাও।*"

উপস্থিত সুধী,

আসুন, আল্লাহ আমাদের উপর যে সব নিয়ামত দান করেছেন, সেগুলোকে আমরা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে ব্যবহার করি আমাদের সৎকর্ম অব্যাহত রাখার মাধ্যমে এবং তাঁর আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার মাধ্যমে।

আসুন, আজ আমরা আনন্দ করি, যেমনটি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন। তবে এই আনন্দের মাঝেও আমরা যেন ভুলে না যাই যে আমরা যে নিয়ামতগুলি উপভোগ করি, তার প্রত্যেকটিই একটি পরীক্ষা। আমাদের প্রাপ্ত প্রতিটি নিয়ামত যেন আমাদেরকে আরও বিনয়ী, আরও উদার করে তোলে এবং ইহসান বা কল্যাণ ছড়িয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের শান্তি ও কল্যাণ অটুট রাখুন, আমাদের শক্তি ও প্রশান্তি দান করুন এবং আমরা যে সকল আমল পেশ করেছি তা কবুল করে নিন।

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَ للهِ الْحَمْدُ.

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنهُم وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ

مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.